ISSN 1605-2021

লোকপ্রশাসন সাময়িকী

সপ্তদশ সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০০০, পৌষ ১৪০৭

ঊনবিংশ শতকের প্রজ্ঞাপন, আদেশ ও বিজ্ঞপ্তি

ড. এম এ মোমেন *

Council Orders and Notifications of 19th Century.

Dr. M. A. Momen

Abstract : William Tachkeray, grandfather of great English novelist William Macpiece Thackeray was collector of Sylhet and he amassed huge fortune exploiting his official position and indulged him in acquiring land for plantation for personal benefit. This is one of the many examples of civil servants in the colonial India abusing their position for individual gains. There are instances of officials who risked their job to ensure welfare of the masses during their tenures in public office. Circulars, notifications and orders issued by competent authorities, guided the conduct of the officials. This write-up draws from the big bunches of circulars, notifications and orders that not only shaped the conduct the civil servants but also laid the foundation public administration in nineteenth century. It also sheds light on social and cultural traits of people of Bengal. Although corruption and bribery were not rampant, one office order issued in 1851 instructed officials not to exchange residential addresses to service seekers or any other stockholders in the private sector. This brief write-up intends that interested researchers take up investigative study into this unexplored resource of 18th and 19th centuries.

ঔপন্যাসিক উইলিয়াম ম্যাকপিস থ্যাকারের পিতামহ উইলিয়াম থ্যাকারে সিনিয়র কোম্পানি আমলে সিলেট জেলার কালেক্টর ছিলেন। কালেক্টর হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে দেখলেন, সরকারি দায়িত্ব (কোম্পানির দায়িত্ব বলাই ভালো) পালনের সাথে সাথে চোখ কান খোলা রেখে ব্যবসায়িক বুদ্ধিটা জায়গা মতো প্রয়োগ করতে পারলে অর্থের প্রবাহ রোধ করাই মুশকিল। তাছাড়া জেলার বড়োকর্তা কালেক্টরের টাকা কে মেরে খাবে? উইলিয়াম থ্যাকারে ব্যক্তিগত

---

* উপ সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও প্রাক্তন উপ-পরিচালক, বিপিএটিসি।

কর্মচারী নিয়োগ করে এবং ঠিকা প্রদানের মাধ্যমে সিলেট জেলার বিভিন্ন স্থানে চাষাবাদ শুরু করেন, সাথে কিছু ব্যবসাও। বিষয়টি কোম্পানির সদর দফতর ভালোচোখে দেখেনি। নেটিভ এজেন্টের মাধ্যমে কোম্পানির কর্মকর্তারা যাতে ব্যবসা বাণিজ্যে জড়িত না হয়ে পড়েন সে জন্য ফরমান জারি করা হয়। বেসরকারি লোকের সাথে মেলামেশার ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়।

সে সময়ই অফিসের কাজ বাড়িতে নেবার একটা প্রবণতা বৃটিশ কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং নেটিভদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। অফিসের কাজ বাসায় নেয়ার ব্যাপারটা ভালো চোখে দেখা হতো না। বেসরকারি লোকজনের সাথে যে কোন ধরনের সরকারি কর্মসম্পাদন ও লেনদেনের ক্ষেত্রে অফিসের বাইরের কোনো স্থানই সরকার ভালো মনে করে না। বিশেষ করে বিচার বিভাগের কর্মকর্তা অর্থাৎ বিচারক এবং রাজস্ব বিভাগের কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে তা নয়ই। ১৬জুন ১৮২৯ তারিখের পত্রে আদেশ জারি হলো- এখন থেকে বিচার ও রাজস্ব বিভাগের কোনো কর্মকর্তা দাপ্তরিক কাজ তাদের বাসভবনে সম্পাদন করতে পারবেন না। এই নিবন্ধে ঊনবিংশ শতকে জারিকৃত কিছু প্রজ্ঞাপন (সার্কুলার), আদেশ (অর্ডার) ও বিজ্ঞপ্তির (নোটিফিকেশন) সারাংশ উপস্থাপন করা হয়েছে। লোকপ্রশাসনের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার স্বার্থে এগুলি জারি করা হয়েছে।

১. ২৮ জুন ১৮৪৫, সার্কুলার নম্বর ৪৫৯

নির্দিষ্ট কোনো বিভাগে (ভৌগোলিক এলাকা অর্থে) কর্মরত কোন সরকারি কর্মকর্তাকে রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে সে বিভাগের মধ্যে বিভিন্ন স্থান সফর করাকালীন ফেরি পারাপারের দরকার হলে তাকে কোন প্রকার টোল দিতে হবে না।

২. ১৮ সেপ্টেম্বর ১৮৫১, সরকারী আদেশ নম্বর ২০৫৬

যাদের সাথে দাপ্তরিক কার্যক্রমের সম্পর্ক রয়েছে এমন কোনো বেসরকারি সদস্যের কাছ থেকে কোনো কর্মকর্তা তার বাড়ির ঠিকানা নিতে কিংবা তাকে নিজের বাড়ির ঠিকানা দিতে পারবেন না। অর্থাৎ বিজনেস কার্ড (তখন এর তেমন প্রচলন হয়নি) বিনিময় করা যাবে না।

৩. ৬ ফেব্রুয়ারী ১৮৬০, বিজ্ঞপ্তি নম্বর ৩০৯

কোনো ফৌজদারী অপরাধে অভিযুক্ত/গ্রেফতার হওয়া মাত্রই সরকারি কর্মকর্তা বা কর্মচারী চাকুরি থেকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত হবেন।

৪. ৩১মে ১৮৬২, সিদ্ধান্ত নম্বর ৪৬

সরকারি দায়িত্বে নিয়োজিত কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারী কোনো কোম্পানির ব্যবস্থাপনার সাথে যুক্ত হতে পারবেন না।

৫. ২ ডিসেম্বর ১৮৬২, প্রজ্ঞাপন নম্বর ৬৮৭২

রাষ্ট্রীয় কাজে নিয়োগপ্রাপ্ত মেডিক্যাল অফিসারগণ যে জেলায় কর্মরত, সে জেলায় কৃষিকাজের উদ্দেশ্যে কোনো জমি ক্রয় বা অন্য কোনোভাবে অধিকার করতে পারবেন না।

৬. ১৮৬৪ সালের প্রজ্ঞাপন নম্বর ১০৬০টি (তারিখ উদ্ধার করা যায়নি)

জরিমানার অর্থ অনাদায়ের কারণে যে অপরাধীর ক্ষেত্রে কারাদন্ডের বিধান রয়েছে, সে অর্থ আদায় হওয়া মাত্রই কারাগারের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে তা অবহিত করাতে হবে, যাতে দন্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে অবৈধভাবে কারাগারে আটক করে রাখা না হয়।

৭. ১৫মার্চ ১৮৬৪ (প্রজ্ঞাপন নম্বরটি উদ্ধার করা যায়নি)

দোষী সাব্যস্ত অপরাধীকে যদি চাবকানোর দন্ড দেয়া হয়ে থাকে সে ক্ষেত্রে, প্রাপ্ত বয়স্ক অপরাধীর উপর প্রয়োগের জন্য যে ছড়ি ব্যবহার করা হবে তার ব্যাস কোনোক্রমেই এক ইঞ্চির বেশি হতে পারবে না।

৮. ৬ আগষ্ট ১৮৬৫, প্রজ্ঞাপন নং ৭২৬৭

বিশেষকরে জেলা প্রশাসনের কার্যালয়ে উমেদার রাখার একটি প্রথা এখনো চালু আছে। ভবিষ্যতে চাকুরি হবে এই ভরসায় চতুর্থ শ্রেণীর পদের জন্য অনেকেই বছরের পর বছর বেগার খেটে থাকেন। চাকুরি হয়ে গেলে অবশ্য বেগার খাটার কষ্টটা থাকে না। এই প্রথাটি বহু আগে থেকেই চালু ছিলো। একসময় দেখা

গেলো ডেপুটি ম্যাজিস্টেট ও ডেপুটি কালেকটরগণ বহু সংখ্যক উমেদার গ্রহণ করছেন এবং ব্যক্তিগত কাজেও তাদের লাগাচ্ছেন। ৬ আগষ্ট ১৮৬৫ এর প্রজ্ঞাপনে নির্দেশ দেয়া হলো, একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর তার অফিসে দুই জনের বেশি শিক্ষানবিশ কর্মী রাখতে পারবেন না।

৯. ২৭ সেপ্টেম্বর ১৮৬৫, পত্র নং ১৫৭৭টি

যে সকল ক্ষেত্রে সাবঅর্ডিনেট জজদের আদালত জেলা জজ আদালতের বাইরে ভিন্ন দালানে অবস্থিত, সেখানে মাসে পাঁচ টাকা বেতনে একজন চৌকিদার নিয়োগ করা যাবে।

১০. ৬ সেপ্টেম্বর ১৮৬৬, পত্র নম্বর ২০২০টি

ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টরের মতো মুন্সেফরাও পাঙ্খা পুলার (পাখা টানার জন্য নিয়োজিত ব্যক্তি) পাবেন।

১১. ১৮ অক্টোবর ১৮৬৭, পত্র নং ৫৬৩৮এ

অন্য মামলা চলাকালীন সময়েও পুলিশ ইনসপেক্টর ও সাব ইনসপেক্টর বসার অনুমতি পেতেন না। উপর্যুক্ত পত্র জারির পর থেকে বসার অনুমতি দেয়া হয়।

১২. ৩ ডিসেম্বর ১৮৬৮, প্রজ্ঞাপন নম্বর ৭৩

স্বাস্থ্যগত কারণে মেডিক্যাল অফিসারগণ সরকারি কর্মচারীদের এক স্থান থেকে অন্যস্থানে বদলির সুপরিশ করতেন। বিষয়টি সরকার অনাকাঙ্ক্ষিত বিবেচনা করে এই প্রজ্ঞাপনে সকল সরকারি ডাক্তারকে জানিয়ে দেয়, তারা এ ধরনের সুপারিশ করতে পারবেন না। অসুস্থ হলে অবশ্যই অসুস্থ হিসেবে প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে। প্রকৃত পক্ষে যদি অন্যত্র বদলী হলে তার স্বাস্থ্যের উন্নতির সম্ভাবনা থাকে, সে ক্ষেত্রেও উক্ত কর্মচারী অসুস্থ ও দায়িত্ব পালনের অনুপযুক্ত বলে প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।

১৩. ৭ জুলাই ১৮৬৯, বিজ্ঞপ্তি নম্বর ১৮৬৫

কোনো সরকারি কর্মকর্তা বেসরকারি কোনো প্রেসে কোনো দাপ্তরিক মুদ্রণের কাজ করতে পারবেন না।

১৪. ৩১ আগষ্ট ১৮৬৯, পত্র নম্বর ৩৯৮৬

জেলায় কর্মরত কোনো গেজেটেড অফিসার অসুস্থ হলে সিভিল সার্জন ব্যক্তিগতভাবে চিকিৎসার উদ্দেশ্যে তাকে দেখতে যাবেন। কোনো ফি আদায় করতে পারবেন না।

১৫. ২৪ জুন ১৮৭০, প্রজ্ঞাপন নম্বর ৬৩

দেওয়ানি কিংবা ফৌজদারি কোনো আদালতে ধূমপান করা যাবে না।

১৬. ১১মে ১৮৭১, প্রজ্ঞাপন নম্বর ২৪

যে সব কর্মকর্তা পাঙ্খাপুলারের দেয় বাতাস উপভোগ করার জন্য প্রাধিকারপ্রাপ্ত তারা প্রতিবছর ১৫ মার্চ থেকে ১৫ অক্টোবর পর্যন্ত পাঙ্খাপুলারের সেবা গ্রহণ করতে পারবেন। তবে ইউরোপীয় অফিসাররা ১ নভেম্বর পর্যন্ত টানা পাখা ব্যবহার করতে পারবেন। বিচারক এবং কমিশনারগণ চাহিদা অনুযায়ী ১ মার্চ থেকে ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত ব্যবহার করতে পারবেন।

১৭. ৭ জুলাই ১৮৭১, বিজ্ঞপ্তি নম্বর ১৮৬৭

কোনো সরকারি কর্মকর্তা জনস্বার্থে ব্যক্তিগত এজেন্ট নিয়োগ করে বা নিয়োগকৃত কোনো এজেন্টের মাধ্যমে কোনো প্রকার অর্থ আদায় করতে পারবেন না।

১৮. ৩ আগষ্ট ১৮৭১, বিজ্ঞপ্তি নম্বর ২৪৯

সরকারি দায়িত্ব পালনকালে কোনো খাল অতিক্রম করতে হলে কোনো পুলিশ কর্মকর্তার টোল প্রদান করতে হবে না।

১৯. ৩১ অক্টোবর ১৮৭১, প্রজ্ঞাপন নম্বর ৪৬

বিচার বিভাগের কোনো কর্মকর্তার স্ত্রীর নামে জমি কেনা/গ্রহণ করা হলে তা উক্ত কর্মকর্তা নিজেই করেছেন বলে বিবেচিত হবে। তা হলে কি সরকার স্ত্রীর নামে সম্পত্তি ক্রয় কিংবা গ্রহণের বিষয়টি তখন থেকেই সন্দেহের চোখে দেখতো? বিষয়টি নিয়ে গবেষকরা ভাবতে পারেন।

২০. ৩১মে ১৮৭৩, প্রজ্ঞাপন নম্বর ৬৯

সরকারি কর্মকর্তারা যখন সফরে বের হবেন তখন যানবাহন ডাকার জন্য বা প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী ক্রয়ের জন্য সরকারি কর্মচারিকে নির্দেশ দিতে পারেন। কিন্তু কর্মকর্তাকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে যেনো ঐ কর্মচারি (তার নাম ভাঙ্গিয়ে) কোনো প্রকার প্রতারণা বা অবৈধ আদায় না করে।

২১. ৯ জুলাই ১৮৭২, প্রজ্ঞাপন নম্বর ২০

যার হাতের লেখা ভালো না তাকে লেখালেখি সংশ্লিষ্ট কোনো পদে নিয়োগ করা কিংবা ইতোপূর্বে কেউ নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে থাকলে তাকে উচ্চতর পদে পদোন্নতি দেয়া যাবে না।

২২. ১০ সেপ্টেম্বর ১৮৭২, প্রজ্ঞাপন নম্বর ২৯

সরকারের বিশেষ অনুমোদন না থাকলে কোনো সরকারি কর্মকর্তা রাষ্ট্রীয় অর্থে কোনো পত্রিকা বা সাময়িকী ক্রয় করতে পারবেন না।

২৩. ৮ মে ১৮৭৩, প্রজ্ঞাপন নম্বর ৫৬

সকল অফিস সকাল এগারটার মধ্যে অবশ্যই খুলতে হবে এবং নির্ধারিত সময় পর্যন্ত কাজকর্ম চালাতে হবে।

২৪. ৭ এপ্রিল ১৮৭৬, প্রজ্ঞাপন নম্বর ১৯

সকল বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা যে কোনো রাষ্ট্রীয় দলিলে (মামলার নথিসহ) স্বাক্ষরের সময় নাম স্পষ্টভাবে লিখবেন।

২৫. ২৪ জুলাই ১৮৭৬, প্রজ্ঞাপন নম্বর ৪০

কোনো সরকারি কর্মচারী কারো কাছ থেকে উপহার, দান, পুরস্কার, আর্থিক বা বস্তুগত বা অন্য কোনো ধরনের সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন না। তবে কয়েকটি

ফুল বা ফল কিংবা অতি তুচ্ছ মূল্যের দ্রব্য নেয়া যেতে পারে। তবে এসব গ্রহণের ক্ষেত্রেও সরকার কর্মকর্তাদের নিরুৎসাহিত করছে।

২৬. ২৪ মার্চ ১৮৭৭, প্রজ্ঞাপন নম্বর ২০

যে সব মুহুরি ইংরেজি জানেন না তাদের নিয়োগ দেয়া থেকে বিরত থাকার জন্য সকল কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেয়া হলো।

২৭. ২৮ জুন ১৮৭৭, প্রজ্ঞাপন নম্বর ৮

কোনো সরকারি ভবনে অবস্থান করলে কোনো কর্মকর্তা সরকারের দেয় বাড়ি ভাড়া উত্তোলন করতে পারবেন না।

২৮. ৫ আগষ্ট ১৮৮১, প্রজ্ঞাপন নম্বর ২০

কোলকাতায় কোনো দফতরে চিঠি পাঠাতে হলে চিঠিতে 'ফোর্ট উইলিয়াম' লিখার কোনো প্রয়োজন নেই। কোনো মুদ্রিত খামে 'ফোর্ট উইলয়াম' লিখা থাকলে তা কলমে কেটে দিতে হবে। কেবল 'ক্যালকাটা' লিখলেই হবে।

২৯. ১৪ ডিসেম্বর ১৮৮১, প্রজ্ঞাপন নম্বর ৪৫

সরকারি সরবরাহ প্রদানকারী স্টেশনারি অফিস থেকে মোমবাতি সরবরাহ করা হবে না। স্থানীয় বাজার থেকে ক্রয় করে জরুরী ক্রয় খাত থেকে তা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার অনুমোদনক্রমে পরিশোধ করা যাবে।

৩০. ১৭ নভেম্বর ১৮৮২, প্রজ্ঞাপন নম্বর ২৬

যে সকল ফৌজদারি মামলায় মুসলমান বাদী, বিবাদী ও সাক্ষী রয়েছে, সেসব মামলার শুনানীর জন্য কোনো মুসলমানি ছুটির দিন ধার্যকরা যাবে না।

৩১. ২১ মার্চ ১৮৮৩, বিজ্ঞপ্তি

প্রশিক্ষণ অফিসার কিংবা ডেপুটি কালেক্টরের জন্য তৃতীয় ভাষায় পরীক্ষা পাশ করা বাধ্যতামূলক নয়। তবে যদি কেউ পরীক্ষা দিতে চান এবং পরীক্ষায় পাশ করেন তিনি ১৮০ টাকা পুরস্কার পাবার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।

৩২. ৩১ জুলাই ১৮৮৩, প্রজ্ঞাপন নং ২০

আইন, বিল, সার্কুলার ইত্যাদির গেজেটে প্রকাশিত বাংলা অনুবাদ খারাপ হলে অবিলম্বে তা সরকারকে জানতে হবে।

এই সংক্ষিপ্ত নিবন্ধটিতে ১৮৪৫ থেকে ১৮৮৩ পর্যন্ত সময়কালে জারীকৃত সরকারি প্রজ্ঞাপন, আদেশ ও বিজ্ঞপ্তির কয়েকটি নমুনা উপস্থাপন করা হলো। প্রশাসনের অভ্যন্তরীণ এবং মাঠ পর্যায়ের ব্যবস্থাপনায় এসব প্রজ্ঞাপন, আদেশ ও বিজ্ঞপ্তিগুলোই ছিলো নিয়ন্ত্রক ও আইনগত ভিত্তি। এগুলো একদিকে যেমন সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার একটি স্বচ্ছ ছবি তুলে ধরে অন্যদিকে আমলাতন্ত্রের অস্বচ্ছ ও ধুসর একটি জগতেরও ইঙ্গিত দেয়।

তথ্য নির্দেশিকা

Baden-Powell, B. H. (1892) *The Tand Revenue System of British India.* Oxford : Oxford University Press.

Bleckburn, Re. (ed) (1975) *Explosion in A Subcontinent.* Middlesex : Penguin.

Charlesworth, N. (1990) *British Rule and the Indian Economy 1800-1914.* London : Macmillan.

Ghose, C. N. (1882) *Hand-book of the Circulors, Orders and Notification.*

Hunter, W. W. (1894) *Bengal MS Records.* Vol. 1. London : W. H. Allen and Co. Ltd.